|  |
| --- |
| **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

শহর ও গ্রামে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতাবিধান অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারীশিক্ষার উন্নয়ন, তহবিল বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ব্যবসায় নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। ফলে প্রতিবছর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে, যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি- ২০০১-এর ৫.১২ অনুচ্ছেদে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার সম্পর্কে নারী ও পুরুষকে যৌথভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

সমবায় খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় বিধিমালা-২০১২ এর অনুচ্ছেদ ৪.৭, ৭.১৩, ৯.৫ এবং ৯.১০-এ নারী উন্নয়নের নিমিত্ত নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে।

নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২০১৩-এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যে সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো−হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে (safety nets) অন্তর্ভুক্ত করা, দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা, দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা, বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিবহির্ভূত খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং দেশের দুস্থ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয় বিধৃত হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১০২ | ৭৮ | ২৪ | ২১.৬ |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ৭,২৫০ | ৫,৮১৮ | ১,৪৩০ | ১৯.৭ |
| সমবায় অধিদপ্তর | ২৪৬ | ১৪৪ | ১০২ | ৪১.5 |
| বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সমূহ | ২২৫ | ১৬৯ | ৫৬ | ২৪.৯ |
| জেলা কার্যালয়সমূহ | ১,৩৪৩ | ১,০২৬ | ৩১৭ | ২৩.৬ |
| উপজেলা কার্যালয়সমূহ | ১,৯৫৬ | ১,৫২৩ | ৪৩৩ | ২২.১ |
| মেট্রোঃ থানা সমবায় কার্যালয়সমূহ | ৪০ | ২১ | ১৯ | ৪৭.৫ |
| সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা | ১৫০ | ১২৮ | ২২ | ১৪.৭ |
| **মোট :** | **১১,৩১২** | **৮,৯০৭** | **২,৪০৩** | **21.2** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বিআরডিবি | ২,১৬,০০০ | ৯০,০০০ | ১,২৬,০০০ | ৫৮.৩ |
| বার্ড, কুমিল্লা | ১,১১৬ | ৯৫ | ১,০২১ | ৯১.5 |
| সমবায় অধিদপ্তর | ১,১০৫ | ৬৯০ | ৪১৫ | ৩৭.৬ |
| এসএফডিএফ | ২১,০০০ | ৪,০০০ | ১৭,০০০ | ৮০.৯ |
| আরডিএ, বগুড়া | ২৩,৯৭৫ | ১৪,৪৩৫ | ৯,৫৪০ | ৩৯.8 |
| বাপার্ড, গোপালগঞ্জ | ১,১৪০ | ৩৪২ | ৭৯৮ | ৭০.0 |
| পিডিবিএফ | ১২,৭৩,১৫৯ | ৩৯,০৫৪ | ১২,৩৪,১০৫ | ৯৭.0 |
| **মোট :** | **১৫,৩৭,৪৯৫** | **১,৪৮,৬১৬** | **১৩,৮৮,৮৭৯** | **90.3** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০ ভাগ সদস্য নারী। এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম/উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নারীকে কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পল্লি ও শহরাঞ্চল এলাকায় নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। |
| গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর দারিদ্র্য বিমোচন | গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে পল্লি এলাকার নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হচ্ছে। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | আয়বর্ধক কর্মসূচিতে পল্লির নারীদের অংশগ্রহণ | জন (হাজার) | ৩২১.০০ | 525.13 |  |
| 2. | নারী সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | জন (হাজার) | ১৯৫.৭৪ | 187.95 |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বিআরডিবি’র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লি কর্মসংস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫ বছরে প্রায় 82,600 জন দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩৬৫ জনকে, ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’ পাইলট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জনসহ মোট ৬৬৫ জনকে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কারিগরি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে 1.35 লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ, 4,223 জন সুফলভোগী সদস্যকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং 3,419 জন সুফলভোগীকে বৃত্তিমূলক ও আয়-উৎসারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে 1,175 কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং সুফলভোগীদের 1,417 কোটি টাকা পুঁজি গঠন করা হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পিডিবিএফ-এর 97 শতাংশ সুফলভোগী নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃজনসহ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* দেশের পল্লি অঞ্চলের নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার অভাব;
* নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অপ্রতুলতা; এবং
* কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে যুক্তদের দক্ষতার ঘাটতি।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা;
* গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য বিপণন সহায়তা প্রদান করা;
* নারীদের সঞ্চয় মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাসিক জমাকৃত সঞ্চয়ের বিপরীতে দ্বিগুণ হারে সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান;
* পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহে নারী অনুষদ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং
* নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ও পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তাকল্পে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।